মেহেরপুরে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন

“বৃক্ষ দিয়ে সাজাই দেশ”, “সমৃদ্ধ করি বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সমনে রেখে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা উদ্বোধন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ।

এ উপলক্ষে আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে ফিতা কেটে বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান।

বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সামাজিক বন বিভাগ (কুষ্টিয়া) কাশ্যপী বিকাশ চন্দ্র, মহিলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, জেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা এসটি হামিম হায়দার সহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলায় বিভিন্ন স্টলে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ সাজিয়ে রাখা হয়।

এ সময় বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। এই মেলায় ১৭ টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্সের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

পালন

বহুভাষিক শিক্ষার প্রচার পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শান্তির জন্য সাক্ষরতা” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস।

গতকাল রবিবার বিকেলে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, উপজেলার ভবেরপাড়ার সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুল অডিটরিয়ামে স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়।

স্বাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর প্রজেক্ট ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিস্টার মালতি মালো, গুডনেইবারর্স এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ, সিডিসি সভাপতি রেহেনা খাতুনসহ গুডনেইবারর্স এর কর্মকর্তা এবং স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ।

গাংনীতে দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ

বিদ্যালয় আঙিনায় ধুমপান করতে নিষেধ করায় প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত ও হুমকি দিয়েছেন একই বিদ্যালয়ের দুই সহকারী শিক্ষক।

এঘটনায় বিচার ও জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক বাকের আলী। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঘটেছে।

প্রধান শিক্ষক বাকের আলীর লিখিত অভিযোগে জানান গেছে, সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ শাহেদ মেহদাদ (ইনডেক্স নং ১০৫৩৩৩৫) ও মো:

আরিফুর রহমান (ইনডেক্স নং ১১৪৪৪৬৯) বিদ্যালয় আঙিনায় যত্রতত্র দাঁড়িয়ে ধুমপান করে থাকেন।

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা বারবার অভিযোগ দেই। বিষয়টি আমি ওই দুই শিক্ষককে নিষেধ করার কারনে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন। তারা দুজনে বলেন, সিগারেট সেবন আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা সিগারেট খাবো পারলে ঠেকাশ। আমরা যেভাবে স্কুল চালাবো সেভাবেই স্কুল চলবে। এছাড়া হুমকী দিয়ে বলেন, তুই বাসে চড়ে গাংনী যাবি কি করে আমি দেখে নেবো। তারা প্রায়ই আমার সাথে মারমুখী আচরণ করেন। দম্ভ করে বলে আমরা তোর আন্ডারে চাকুরী করিনা। এছাড়া আমাকে প্রাননাশের হুমকী দেন। এই ঘটনার পর আমি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছি। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান প্রধান শিক্ষক বাকের আলী।

বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়াতে মেহেরপুরের ব্যথিত শিল্পীদের ওপেন কনসার্ট

“সব হারানো মানুষের আশ্রয় নাই, এসো আমরা তাদের পাঁশে দাড়াই” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে মেহেরপুর জেলা ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে বানভাসি মানুষের সহযোগিতায় জোলার বিভিন্ন স্থানে”পথ কনসার্ট” অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় দর্শক শ্রোতাদের কাছ থেকে অসহায় বানভাসি মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কর্মী নিসান সাবের, চ্যানেল আই খুদে গানরাজের শিল্পী উদয় বাউল ও ওস্তাদ নান্টু সরকারের পরিকল্পনায় এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে প্রথম পথ কনসার্টের মধ্যে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর

কোমরপুর বাজার, আমঝুপি বাজার ও গত ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজারে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বানভাসি অসহায় মানুষের জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা দান করেছেন মানুষ। সংগ্রীহিত এসব অর্থ মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণতহবিলে প্রেরণ করা হবে।

গতকাল রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কাথুলি মোড় থেকে শহর জুড়ে এই কনসার্ট ও অর্থ সংগ্রহ অভিযান চলছে।

চ্যানেল আই খুদে গানরাজ উদয় বাউল বলেন, শিল্পীরাও বানভাসি মানুষের জন্য কিছু করতে চাই। নিজের সামর্থ না থাকায় আমরা গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আমাদের ভাই বোনদের কাছে পাঠাবো। আমাদোর সাথে এই কার্যক্রমে আন্তরিকভাবে শ্রম দিয়েছেন স্থানীয় শিল্পী নান্টু সরকার, আরিফুল ইসলাম, পাপিয়া খাতুন, জেসমিন দেওয়ান, ফিরোজ, জবা, আরিফ হোসেন প্রমুখ।

কার্যক্রমের উদ্যোক্তা মেহেরপুর অরণি থিয়েটারের সভাপতি সাংস্কৃতিক কর্মী নিসান সাবের বলেন, মেহেরপুর জেলা ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মিদের উদ্যোগে বানভাসি মানুষের পাশে থাকতে অনুদান সংগ্রহের জন্য সপ্তাহব্যাপি পথ কনসার্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আমাদের এই কার্যক্রমের সাথে শিল্পী, সাউন্ড সিস্টেম ও যন্ত্রিরা বিনা পারিশ্রমিকে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, সংগ্রীত এই টাকা আমরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার তহবিলে জমা দেবো।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের বিক্ষোভ মিছিল

ভারতের পানি আগ্রাসন ও নানামুখী ষড়যন্ত্রসহ স্বৈরাচার হাসিনার ফাঁসির দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র একাংশের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিএনপি’র বড় বাজার অফিস প্রাঙ্গণ

থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে এসে শেষ হয়।

এসময় সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

এসময় বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন।

বক্তারা বলেন, গত ১৭ বছরে একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে। ফ্যাসিস্টদের কারণে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারেনি, প্রতিবাদ করতে পারেনি। কিন্তু এখন আমাদের সামনে কোনো ফ্যাসিস্ট নেই। ভারতের সব ধরনের আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।

এসময় বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, নাড়ু, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সাবেক ইউপি সদস্য মুস্তাক রাজা, সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জান স্বপন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাড নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের আয়োজনে দিনব্যাপী বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ও দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে কলেজের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এ বিতর্ক কর্মশালা।

এসময় বিতর্ক কর্মশালা উদ্বোধন করেন কলেজের (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ

ও মেহেরপুর বন্ধুসভার সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন।

কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক রূপালী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক আবদুল হামিদ, সহযোগী অধ্যাপক মিরাজ উদ্দিন, ইকরামুল হাসান, নাসির উদ্দীন প্রমুখ।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার সময় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি মুঃ তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. শামীম হাসান।

জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক শেখ মো সুরুজ্জামানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার মো আব্বাস উদ্দীন।

এসময় অনুষ্ঠানে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগন অংশগ্রহন করেন। এর আগে একটি র্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মেহেরপুরে রাজনৈতিক পালাবদলে পথ ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা

ক্ষমতার পালা বদলের পরদিনই বিক্রি করা জমি ঘিরে দখলে নিয়ে নিয়েছে গ্রাম বিএনপির নেতা আতিকুর রহমান পিন্টু। মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সেক্রেটারি ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) ওই গ্রামের মাঠে নিজের বাগানে এবং মাঠে যাতায়াতের মানুষের সুবিধার্থে সাড়ে তিন শতক জমি কিনে পথ করে দিয়েছিলেন। জমি দখলের পর এখন জুয়েলকে হুমকি দিচ্ছে জমির কাছে না যাবার জন্য।

মেহেরপুরের নতুন মনাডাঙ্গা গ্রামের আতিকুর রহমান পিন্টু ৬ লাখ টাকায় বিক্রি করা প্রায় সাড়ে তিন শতক জমি তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। বাগানের কোন পাশ দিয়ে যাতে বাগান মালিক জুয়েল প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বাগানের অন্যপাশের জমির মালিকদেরও ঘিরে নিয়ে যাতায়াতে প্রতিবন্ধক তৈরীর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পিন্টু অকপটে স্বীকারও করছেন মানুষের চলাচলের জন্য বিক্রি করা জমি দখলের বিষয়টি। মানুষের চলাচলের জন্য জমি ক্রেতা আইনজীবী খ. ম. ইমতিয়াজ বিন হারুনসহ (জুয়েল) মানুষ ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেনা।

পৈত্রিক সুত্রে বাগানের মালিক মেহেরপুর জেলা শহরের ইমতিয়াজ বিন হারুন। নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য কোন রাস্তা ছিলো না। মাঠে যাতায়াতের এবং নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আতিকুর রহমান পিন্টু‘র কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর (প্রায় সাড়ে তিন শতক) জমি ৬লাখ টাকায় কিনে নেন ইমতিয়াজ । জমির দলিলও হয়েছে সাধারণের যাতায়াতের জন্য। ফলে ওই জায়গা দিয়ে এতদিন এলাকার মানুষ মাঠে চাষাবাদের জন্য যাতায়াত করতেন। বিক্রি করা জমি ঘিরে নেয়ার ফলে সাধারণ মানুষ মাঠে যাতায়াত করতে পারছেনা।

গতকাল শনিবার সরেজমিনে নতুন মডনাডাঙ্গা গ্রামে গিয়ে দেখা যায় বিক্রি করা জমির পাশ দিয়ে খুঁটি পুতে তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নেয়া হয়েছে। মো. রতন নামের একজন জানান, ইমতিয়াজ বিন হারুনের কাছে মাস পাচেক আগে গ্রামের পিন্টু বিক্রি করে। হঠাৎ করে ঘিরে নেয়াতে বাগারমালিকসহ কেউ ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারছে না।

গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন, সুমন হোসেন, সাইফুল ইসলামও স্বীকার করেন জমির মালিক ইমতিয়াজের। তিনিই পিন্টুর সাথে জমি কিনে তাদের যাতায়াতের রাস্তা করে দিয়েছেন। চলাচলের রাস্তা ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে গ্রামের লোকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ইমতিয়াজ বিন হারুন জানান, মাঠে চাষাবাদের কৃষক ও নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য পিন্টুর কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর জমি কিনে জনসাধারণের জন্য পথ করে দিয়েছি। হঠাৎ করে ওই রাস্তা ঘিরে নিয়ে মাঠ ও বাগানে যাতায়াত করা যাচ্ছেনা।

গ্রামের বাজারে নিজের হার্ডওয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পিন্টুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্বীকার করে বলেন, ইমতিয়াজ তার কাছ থেকে জমি কিনে রাস্তা তৈরী করেছেন। এই জমি কেনার আগে একদিন জেলা শহরে ইমতিয়াজ আমাকে অপমান করেন। তার প্রতিশোধ নিতে জমি ঘিরে নিয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে পিন্টু গ্রাম বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

গাংনীতে দেশীয় অস্ত্র ও গুলিসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ২ নেতা আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে গুলি ও বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনি। আজ শনিবার ভোররাতে যৌথ বাহিনির একটি টিম গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা রাজন আলী (২৯) ও একই গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রাকিবুল ইসলাম (৩৫)। এদের কাছ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ২৭টি অস্ত্রর মধ্যে ১৬টি ছোট বড় হাসুয়া, একটি কুড়াল, ১টি চাপাতি, ১টি দা, ছুরি ৩ টি, রড ৪ টি ও আঁকড়া ১ টি।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনির একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চরগোয়ালগ্রামের নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে রাকিবুল ইসলাম ও রাজনকে আটক করেন। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে একই গ্রামের সবকুল আলীর জামাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮টি রাউন্ড গুলি ও ২৭ টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। যৌথবাহিনির অভিযান টের পেয়ে বাড়ির মালিক লাবলু পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগ নেতা রাজন ও রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। দুজনেই একাধিকবার জেল খেটেছে।
মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর!

৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকে হদিস নেই সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যদের। অনেকেই ধারনা করেন তিনি সীমান্ত ফাঁকি দিয়ে ভারত পালিয়েছেন। তবে প্রথম দিকে গুঞ্জন উঠেছিলো কানাডায় পালিয়েছেন। তবে তিনি কোথায় কেউ জানেন না। সরকার পতনের দিনই বিক্ষুব্ধ জনতা তার মেহেরপুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবার জেলার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন। নিজ দলের দুর্দিনের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কোনঠাসা করে, চাটুকার, দুর্নীতিবাজ, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে তিনি জেলার আওয়ামী

রাজনীতি, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের টেন্ডার, পন্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সরকারি অফিসসমূহের নিয়োগ, বদলি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। জেলার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি অঙ্গনেও থাবা বসান।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাবলিক লাইব্রেরি, ক্রীড়া সংস্থা, ডায়াবেটিস হাসপাতালসহ, প্রেসক্লাব সর্বত্র তিনি নিজের অযোগ্য লোকদের বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যান। তার এসব অপকর্মের সহায়ক ছিলেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তার বিরোধী বলয়ের কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিলনা। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতেও বারণ করা হতো। তিন খলিফার সাথে পরামর্শক্রমে প্রশাসন চালাতেন সাবেক ডিসি আতাউল গণি, ড. মনসুর আলম খান ও বর্তমান ডিসি শামীম হাসান। পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক ও জেলা আওয়ামীলীগ যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীনদের নিয়ে ডিসির ছাদের গোলঘরে নিয়মিত অফিস শেষে সভা বসত। গত নির্বাচনের আগ মুহুর্তে অবশ্য হাসানুজ্জামান মালেকের সাথে মন্ত্রীর দুরত্ব বাড়ে, তাই এক খলিফা বাদ নতুন খলিফা শ্বাশ্বত নিপ্পনের আবির্ভাব হয়। এখান থেকে নানা পরিকল্পনা হত। ব্যতিক্রম ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। তিনি পূর্বসূরিদের অনুসরণ না করে ডিসি অফিসকে দল, মত নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত করেন। ঝিমিয়ে পড়া শিল্পকলা, ক্রীড়া সংস্থা ও পাবলিক লাইব্রেরি পুনর্গঠন ও উপযুক্ত লোক দিয়ে গতিশীল করার পরিকল্পনা করেন।যুগ যুগ ধরে শহরের ভেতর গড়ে ওঠা অবৈধ ট্রাক-বাস স্ট্যান্ড পৌর টার্মিনালে স্থানান্তরসহ নানাবিধ জনবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। https://youtu.be/_xScWUFlbRc?si=mwQgzbq2fRUe_ZCj

মন্ত্রীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে প্রশাসনকে তিনি জনবান্ধব ও গণমুখী প্রশাসনে পরিনত করার নানা উদ্যোগ নেন। কিন্তু এসমস্ত জনবান্ধব উদ্যোগ মন্ত্রী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের রুষ্ট করে। যার ফলে মাত্র ৩ মাসের মাথায় নির্বাচনের আগেই তাকে প্রত্যাহার করে নেন। তার আগেও আরেকজন জেলা প্রশাসক ছিলেন আনোয়ার হোসেন। তিনিও মন্ত্রীর আস্থাভাজন না হওয়াতে মাত্র চার মাসে মেহেরপুর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তার আগে শফিকুল ইসলাম নামের আরেক জেলা প্রশাসককেও বছর খানেকের মধ্যে বদলি করেন ফরহাদ হোসেন।

জেলার যেকোন কর্মকর্তা নির্বিবাধে মন্ত্রী ও তার পরিবারের আদেশ

নির্দেশ পালন করতেন। কেউ অন্যথা করলে তার শাস্তি ছিল অবধারিত। ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল মুলত প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর।

২০১৪ সালের পূর্বে এলাকার সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিলনা। ছিলনা রাজনৈতিক কোন পদ পদবী। এলাকায় কোন পরিচিতিও ছিলনা। হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিনাভোটের নির্বাচনে হয়ে যান এমপি। ২০১৮ সালে কথিত রাতের ভোটের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হন। ছাত্রজীবনে তার বিভাগের সিনিয়র তৎকালীন ডিসি ড. আতাউল গণির উপর ভর করে রাতের ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। প্রশাসনকে চরম দলীয়করণ তার সময়েই শুরু হয়। সর্বশেষ বিরোধীদলবিহিন একপেশে নির্বাচনেও তার পছন্দের ডিসি শামীম হাসান ও এসপি রাফিউল আলমের উপর ভর করে নির্বাচনী মাঠ সাজান। তবে, প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীর অভিযোগে নির্বাচনের আগে এসপি প্রত্যাহার হলেও থেকে যান ডিসি। তার উপর ভর করে কারচুপির নির্বাচন করে বিজয়ী হন। তবে তার পছন্দেও ডিসি শামীম হাসান এখনও মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুলকে ইতোমধ্যে বদলি করা হয়েছে। তবে নতুন এসপি পদায়ন হয়নি।

জেলার জনপ্রতিনিধিদের সাথে ফরহাদ হোসেনের বিরোধ ছিল। আওয়ামী লীগের বিরোধ নিয়ে কোন সাংবাদিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করলে তাকে বিরোধী দলের ট্যাগ দিয়ে তার সাঙ্গ পাঙ্গদের দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করতো। তার বিরোধের জের বিশেষত গাংনী আসনের এমপি শহীদুজ্জামান খোকন, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সদর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যক্রমে তার অযাচিত হস্তক্ষেপের কারনে দ্বন্ধ বিরোধের সৃষ্টি হয় ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ হওয়ার প্রেক্ষিতে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এবং তার পরিবার ও আত্মীয়কেন্দ্রিক রাজনীতি কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।
সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, অনলাইন জুয়ার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ করবে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে। চোখ রাখুন মেহেরপুর প্রতিদিনে।